“দক্ষ যুব সমৃদ্ধ দেশ বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ”

যুব কার্যক্রম এর তথ্য-নির্দেশিকা

উপ-পরিচালকের কার্যালয়, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, চাঁদপুর,
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।

ভূমিকাঃ

যে কোন দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মূল চালিকা শক্তি হচ্ছে সে দেশের কর্মক্ষম জনশক্তি। আর এ জনশক্তির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে সে দেশের যুবসমাজ। যুব সমাজই উন্নয়নের চালিকা শক্তি। সম্ভাবনাময় এ যুবশক্তিকে কাজে লাগাতে পারলে দেশ ধাপে ধাপে উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যাবে। বাংলাদেশ বিপুল যুব শক্তি ও ঐশ্বর্যের অধিকারী। জাতীয় যুব নীতি ২০১৭ অনুসারে বাংলাদেশের ১৮-৩৫ বছর বয়সি জনগোষ্ঠিকে যুব হিসেবে অবহিত করা হয়। এ বয়সসীমার জনসংখ্যা দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ, যা আনুমানিক প্রায় ৫ কোটি ৩০ লক্ষ। চাঁদপুর জেলায় মোট লোক সংখ্যা আনুমানিক প্রায় ২৬,০০,২৬৩ জন। এর মধ্যে ১৮-৩৫ বছর বয়সি জনগোষ্ঠি প্রায় ৮,৬৬,৭৫৪ জন। এদের মধ্যে যুবক হলো প্রায় ৪,৫১,৫৭৭ জন এবং যুবনারী প্রায় ৪,১৫,১৭৭ জন । এ বিশাল যুব সমাজকে সুসংগঠিত ও সুশৃংখল করে সঠিক পথে নিয়ে যাওয়া তথা শ্রমশক্তির যোগান ও সংখ্যা বিবেচনায় আমাদের দেশের উন্নয়নের জন্য যুব সমাজের সম্পৃক্ততা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং চাঁদপুর জেলার যুব সমাজকে জাতীয় উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্তকরণের এই গুরুদায়িত্ব হাতে নিয়েছে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, চাঁদপুর।

কর্মপ্রত্যাশী অনুৎপাদনশীল যুবসমাজকে সুসংগঠিত, সুশৃংখল এবং উৎপাদনমুখী শক্তিতে রুপান্তরের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরাকার ১৯৭৮ সালে যুব উন্নয়ন মন্ত্রণালয় সৃষ্টি করে যা পরবর্তীতে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় হিসেবে পুন: নামকরণ করা হয়। মাঠ পর্যায়ে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য ১৯৮১ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সৃষ্টি করা হয় এবং তারই ধারাবাহিকতায় চাঁদপুর জেলায় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কার্যাক্রম শুরু হয় ১৯৯৫ সাল হতে।

আমাদের পক্ষ থেকে আহবানঃ

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর চাঁদপুর জেলা কার্যালয় বেকার যুবদের দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সম্পৃক্ত করে তাদের স্বাবলম্বী করার পাশাপাশি দেশের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্য কাজ করছে। তাদের কর্মস্পৃহা এবং কর্মোদ্দীপনা কাজে লাগিয়ে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এ লক্ষ্য তাদেরকে বিভিন্ন উৎপাদনমুখী বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে অত্যন্ত সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করা হচ্ছে । এসব কর্মকান্ড বাস্তবায়নের জন্যে জেলার সকল উপজেলায় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কার্যালয় রয়েছে। জেলা কার্যালয়ে আবাসিক ও অনাবাসিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং সকল উপজেলায় ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আছে। এসব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে আবাসিক ও অনাবাসিক এবং স্বল্প মেয়াদি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে বেকার যুবরা কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হচ্ছে।

যুব উন্নয় অধিদপ্তর চাঁপুর এর ভিশনঃ

বাংলাদেশের উন্নয়ন ও গৌরব বৃদ্ধিতে সক্ষম, নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন আধুনিক জীবনমনস্ক যুবসমাজ তৈরি করা।

যুব উন্নয় অধিদপ্তর চাঁপুর এর মিশনঃ

জীবনের সর্বক্ষেত্রে যুবদের প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তাদের প্রতিভার বিকাশ ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা ।

যুব উন্নয় অধিদপ্তর চাঁপুর জেলা কার্যালয়ের উদ্দেশ্যাবলিঃ

১. যুবদের ন্যায়নিষ্ট আধুনানিক জীবনবোধসম্পন্ন, আত্মমর্যদাশীল ও ইতিবাচক মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা;
২. যুবদের অন্তর্নিহিত সম্ভবনা বিকাশের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা;
৩. যুবদের মানবসম্পদে পরিণত করা;
৪. যুবদের মানবসম্পন্ন শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;
৫. যুবদের যোগ্যতা অনুযায়ী পেশা ও কর্মের ব্যবস্থা করা;
৬. যুবদের অর্থনৈতিক ও সৃজনশীল কর্মোদ্যোগ ক্ষমাতায়ন উৎসাহিত করা;
৭. ক্ষমতায়নের মাধ্যমে যুবদের জাতীয় জীবরেন সর্বস্তরে সক্রিয় ভূসিকা পালনে সক্ষম করে তোলা;
৮. স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সিদ্ধন্ত গ্রহন প্রক্রিয়ায় যুবদের সম্পৃক্ত করা;
৯. পরিবেশ সংরক্ষণ, জলবায়ু পরিবর্তন, ও দুর্যোগ মোকাবিলাহস জাতি গঠনমূলক কার্যক্রমে স্বেচ্ছাসেবী হতে যুবদের উৎসাহিত করা;
১০. সমাজের অনগ্রসর এবং শারীরিক-মানসিক বা অন্য যে কোনো প্রতিবন্ধকতাতার শিকার মানুষের প্রতি যুবসমাজকে সংবেদনশীল ও দায়িত্বশীল করে তোলা;
১১. বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন যুবদের অধিকার নিশ্চিত করা:
১২. জীবনাচরণে মতাদর্শগত উগ্রতা ও আক্রমণাত্মক মনোভাব পরিহারে যুবদের উদ্বুদ্ধ করা;
১৩. যুবদের মধ্যে উদার, অসম্প্রদায়িক, মানবিক ও বৈশ্বিক চেতনা জাগ্রত করা;

যুব উন্নয় অধিদপ্তর চাঁপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক প্রদানকৃত যুব কার্যক্রমসমূহঃ

১. বেকার যুবদের দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি।
২. প্রশিক্ষিত যুবদের আত্মকর্মসংস্থান সৃজন কর্মসূচি।
৩. দারিদ্র্য বিমোচন ও ঋণ কর্মসূচি ।
৪. বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণ সচেতনতাবৃদ্ধিমূলক কর্মসূচি ।
৫. সরকারী ও বেসরকারি পার্টনারশিপ (পি পি পি) কর্মসূচি ।

অন্যান্য কার্যক্রমঃ

১. যুব সংগঠন তালিভুক্তিকরণ/নিবন্ধন ।
২. ইনটিগ্রেটে ম্যানেজমেন্ট অব রিসোর্সেস ফর পভারটি এলিভিয়েশন থ্রু কম্পিহেনসিভ টেকনোলজি (ইমপ্যাক্ট);
৩. যুব সংগঠন অনুদান প্রদান ।
৪. জাতীয় যুবদিবস পালন ।
৫. আন্তর্জাতিক যুবদিবস পালন ।
৬. জাতীয় যুব পুরস্কার প্রদান (আত্মকর্মসংস্থানের সফলতার স্বীকৃতি স্বরূপ পুরস্কার);
৭. কমনওয়েলথ যুব পুরস্কারঃ
৮. সার্ক ইয়ুথ এ্যাওয়ার্ডঃ
৯. সেমিনার, কর্মশালা, সিম্পোজিয়াম ও যুব সমাবেশ;
১০. ক্রীড়া, সংস্কৃতিক কার্যক্রম;

যুব উন্নয় অধিদপ্তর চাঁপুর হতে প্রদানকৃত সেবার তালিকা এবং কি সেবা কিভাবে পাবেন;

১. বেকার যুবদের দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি;

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি। বেকার যুবসমাজকে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করার লক্ষে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর চাঁদপুরে প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক দুই ধরণের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু আছে । অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি সব উপজেলায় স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে বিভিন্ন ট্রেডে প্রদান করা হয় । অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ ট্রেডেসমূহের প্রশিক্ষণের মেয়াদ ০৭ দিন হতে ২১ দিন । আর প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি জেলা পর্যায়ে আবাসিক ও অনাবাসিক ভিত্তিতে প্রদান করা হয়। প্রতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ ট্রেডেসমূহের প্রশিক্ষণের মেয়াদ ০১ মাস হতে ০৬ মাস ।

ক) প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতাভুক্ত ট্রেড কোর্সসমূহ (চাঁদপুর জেলা কার্যালয় ও যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে নিম্নবর্নিত সময়ে পরিচালিত হয়, প্রশিক্ষণের মেয়াদ ০১ মাস হতে ০৬ মাস):

প্রশিক্ষণ ট্রেডের নাম	শিক্ষাগত যোগ্যাতা	কোর্সের মেয়াদ ও শুরুর মাস	ভর্তির বিজ্ঞপ্তি জারী/ যোগাযোগের মাস	আসন সংখ্যা (জন)	আবাসন ব্যবস্থা ও ভাতাদি	কোর্স/ভর্তি ফি
পোশাক তৈরী প্রশিক্ষণ কোর্স	৮ম শ্রেণী পাশ	৩ মাস, ১ম ব্যাচ: জুলা:-সেপ্ট: ২য় ব্যাচ: অক্টো:-ডিসে: ৩য় ব্যাচ: জানু:-মার্চ ৪র্থ ব্যাচ: এপ্রিল-জুন	জুন, সেপ্টম্বর, ডিসেম্বর, মার্চ	২৫	অনাবাসিক	৫০/-(পঞ্চাম) টাকা
মৎস্য চাষ প্রশিক্ষণ কোর্স	৮ম শ্রেণী পাশ	১ মাস, প্রতি মাসে।	প্রতি মাসের শুরুতে	২৫		৫০/-(পঞ্চাম) টাকা
ফ্রিলান্সিং- বেসিক বিষয়ক প্রশিক্ষণ (বেসিক কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের জন্য)।	এইচ এস সি পাশ	১ মাস, বছরে ২টি ব্যাচ	ভর্তির বিজ্ঞপ্তি মারফত সময় ও ভেণ্যু জানিয়ে দেওয়া হয়।	২০		৫০০/- (পাঁচশত) টাকা
কম্পিউটার বেসিক এন্ড আইসিটি এপ্লিকেশন কোর্স	এইচ এসসি পাশ	৬ মাস জুলাই-ডিসেম্বর ও জানুয়ারি-জুন	জুন ও ডিসেম্বর	৭০		১০০০/- (একহাজার) টাকা
ইলেকট্রিক্যল এন্ড হাউজ ওয়ারিং	৮ম শ্রেণী পাশ			৩০		৩০০/- (তিনশত) টাকা
রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ার কন্ডিশনিং	৮ম শ্রেণী পাশ					
ইলেকট্রনিক্স	৮ম শ্রেণী পাশ					
গবাদি পশু হাঁস-মুরগী পালন, মৎস্য চাষ, কৃষি ও উহাদের প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৮ম শ্রেণী পাশ	৩ মাস/১ মাস জুলাই - সেপ্টেম্বর ও বিশেষ প্রশিক্ষণ কালিন সময়।	জুন/ ভর্তির বিজ্ঞপ্তি মারফত জানিয়ে দেওয়া হয়।	৬০	আবাসিক প্রতিমাসে জনপ্রতি ৪৫০০/- উপস্থিতির ভিত্তিতে	ভর্তি ফি- ১০০/- (একশত) টাকা জামানত- ১০০/- (একশত) টাকা
যানবাহন চালানা প্রশিক্ষণ প্রকল্প	৮ম শ্রেণী পাশ	৩ মাস	কোর্স শুরু হওয়ার সাথে সাথে ভর্তি বিজ্ঞপ্তি মারফত জানিয়ে দেওয়া হবে।	২০	অনাবাসিক	----

খ) অপ্রাতিষ্ঠানিক কর্মসূচির আওতাভুক্ত ট্রেড কোর্সসমূহ (উপজেলা পর্যায়ে পরিচালিত হয়, প্রশিক্ষণের মেয়াদ ০৭ দিন হতে ২১ দিন):

বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অন্যান্য শর্তাবলী	প্রশিক্ষণ ট্রেডের নাম	কোর্সের মোয়াদ	সেবা/প্রশিক্ষণের স্থান	আবাসন ব্যবস্থা	কোর্স/ভর্তি ফি	তথ্য প্রাপ্তির স্থান
বয়সঃ ১৮-৩৫ বছর কমপক্ষে ৫ম শ্রেণী পাশ এবং একই এলাকার কমপক্ষে ৪০ জন বেকার যুব ও যুব মহিলার একত্রে ব্যাচ গঠন করতে হবে।	(১) পারিবারিক হাঁস-মুরগী পালন প্রশিক্ষণ, (২) গরু মোটা-তাজা করণ, (৩) গাভী পালন/দুগ্ধ খামার স্থাপন, (৪) ব্রয়লা ও ককরেল পালন, (৫) ছাগল পালন প্রশিক্ষণ, (৬) মৎস্য চাষ প্রশিক্ষণ, (৭) পশু-পাখির খাদ্য প্রস্তুত ও বাজারজাতকরণ, (৮) নার্সারি বিষয়ক, (৯) পোশাক তৈরী প্রশিক্ষণ, (১০) ব্লক ও বাটিক প্রিন্টিং প্রশিক্ষণ, (১১) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প বিষয়ক প্রশিক্ষণ, (১২) নকশি কাঁথা তৈরি, (১৩) বাঁশ ও বেতের সামগ্রী তরি, (১৪) কবুতর পালন, (১৫) বসতবাড়িতে সবজি চাষ, (১৬) ভার্মি কম্পোষ্ট কেঁচো সার তৈরি, (১৭) স্ক্রীন প্রিন্টিং	৭-২১ দিন	সংশ্লিষ্ট উপজেলা উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা ও প্রশিক্ষনার্থীদের জন্য সুবিধা জনক স্থানে কোন প্রতিষ্ঠান	অনাবাসিক	সম্পূর্ন ফ্রি	উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয় (সংশ্লিষ্ট উপজেলা পরিষদ)

	(১৮) পাটজাত পণ্য তৈরি, (১৯) চামড়াজাত পণ্য তৈরি, (২০) চাইনিজ ও কনফেকশনারি, (২১) কৃষি বিষয়ক বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ, এ ছাড়াও হিজরা, দলিত জনগোষ্ঠি, অটিষ্টিক, প্রতিবন্ধী যুবদেরসহ স্থানীয় চাহিদা ভিত্তিক যে কোন ট্রেডে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।					

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, চাঁদপুর জেলার সার্বিক অগ্রগতি (সেপ্টম্বর ২০২১ পর্যন্ত);

কার্যক্রমসমূহ	শুরুথেকে সেপ্টম্বর ২০২১ পর্যন্ত, সেবা গ্রহণকারী সংখ্যা/পরিমান			
	যুবক	যুবনারী	অগ্রগতি	মোট অগ্রগতি
প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ (জেলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র)	১২,৪০৪ জন	৪,৭১৬ জন	১৭, ১২০ জন	৮২,৩২৯ জন
অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ (উপজেলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র)	৩৪,৯৩৭ জন	৩০,২৭২ জন	৬৫,২০৯ জন	
আত্মকর্মীর সংখ্যা	২৫,৪৬৩ জন	১৬,৩৯৭ জন	৪১,৮৬০ জন	৪১,৮৬০ জন
যুব সংগঠন নিবন্ধন/স্বীকৃতি	নিবন্ধন- ২৩ টি	স্বীকৃতি- ৪২ টি	৬৫ টি	৬৫ টি
ঋণ বিতরণ	২০, ৮৪৯ জনের মধ্যে			৩৮,২৫,৩৯,০০০ টাকা
যুব কল্যাণ তহবিরেরঅনুদান	প্রাপ্ত সংগঠন- ১৩৬ টি	প্রাপ্ত টাকার পরিমান-		১৮,৮২০০০/- টাকা

২. প্রশিক্ষিত যুবদের আত্মকর্মসংস্থান সৃজন কর্মসূচি;

এ কর্মসূচির আওতায় প্রশিক্ষণলব্দ জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার জন্য প্রশিক্ষিত যুবদেরকে উদ্বুদ্ধ করা হয় । প্রশিক্ষিত যুবরা প্রাথমিক অবস্থায় পারিবারিকভাবে মূলধন সংগ্রহ করে আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্প গ্রহণ করে । পরবর্তীতে আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্প সম্প্রসারন ও পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষিত যুবদেরকে যুবঋণ সহায়তা প্রদান করা হয় ।

৩. দারিদ্র্য বিমোচন ও ঋণ কর্মসূচি;

প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক কোর্সে প্রশিক্ষিত যুবদের আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রকল্প সৃজনের জন্য সকল উপজেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে ঋণ প্রদান করা হয় । প্রশিক্ষণ ও প্রকল্প ভেদে সর্বনিম্ন ঋণ প্রত্যাশীকে প্রাতিষ্ঠানিক ট্রেডে ৬০,০০০/- থেকে ১,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক ট্রেডে ৪০,০০০/- থেকে ৬০,০০০/- টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদান করা হয়। একজন সদস্য সর্বাধিক তিনবার ঋণ গ্রহণ করতে পারে ।

ক) প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্মসংস্থান (ব্যক্তি কেন্দ্রিক ঋণ) কর্মসূচিঃ

এ কর্মসূচি চাঁদপুর জেলার সকল উপজেলাতেই কার্যক্রম অব্যাহত আছে । এ কর্মসূচির আওতায় প্রশিক্ষিত বেকার যুবদেরকে আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক/অপ্রাতিষ্ঠানিক ট্রেডে একক (ব্যক্তিকে) ঋণ প্রদান করা হয়।

- প্রাতিষ্ঠানিক ট্রেডে একজন প্রশিক্ষিত যুবক/যুবমহিলাকে ১ম দফায় ৬০,০০০/-, ২য় দফায় ৮০,০০০/- এবং ৩য় দফায় ১,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক ট্রেডে ৪০,০০০/- থেকে ৬০,০০০/- টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদান করা হয়।
- জেলা ও উপজেলায় দুটি কমিটির মাধ্যমে যথাক্রমে প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক ঋণ অনুমোদন করা হয় ।
- ঋণ প্রাপ্তির জন্য একজন ঋণ গ্রহিতাকে ২ জন জামিনদার নিশ্চিত করতে হয় এবং প্রাতিষ্ঠানিক/অপ্রাতিষ্ঠানিক ট্রেডে প্রশিক্ষণ গ্রহণ বাধ্যতামূলক।
- ২-৩ মাস গ্রেস পিরিয়ড (ঐ সময়ে ঋণের কিস্তি ও সার্ভিসচার্জ আদায় করা হয় না)।
- মঞ্জুরকৃত ঋণ পাওনার উপর ৫% (ক্রমহ্রাসমান) হারে সার্ভিস চার্জ আদায় করা হয় ।
- নিয়মিত কিস্তির অর্থ পরিশোধ করা হলে সার্ভিস চার্জের হার প্রকৃত হিসেবে ২.৫% দাঁড়ায় ।
- এ কর্মসূচির ক্রমপুঞ্জিত ঋণ আদায়ের হার ৯৫%।

খ) পরিবারভিত্তিক কর্মসংস্থান (গ্রুপভিত্তিক ঋণ) কর্মসূচিঃ

পরিবারভিত্তিক ঋণ কার্যক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো পরিবারিক বন্ধনকে সুদৃঢ় করে বেকার দরিদ্র জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ ও ঋণ প্রদানের মাধ্যমে স্ব-কর্মসংস্থান সৃষ্টি । চাঁদপুর জেলার সকল উপজেলাতেই এ কার্যক্রম অব্যাহত আছে। এ কর্মসূচির আওতায় পরিবারের ঐতিহ্যগত পেশাকে কাজে লাগিয়ে বেকারত্ব নিরসন ও পারিবারিক সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য সমুন্নত রেখে কার্যক্রম সম্প্রসারণ, জীবনযাপনের মান ধাপে ধাপে উন্নয়নকল্পে পরিবারে সঞ্চয় অভ্যাস গড়ে তোলা এবং নারীর ক্ষমতায়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য-পরিচর্যা, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা এবং পরিবেশ উন্নয়নে জনগোষ্ঠিকে উদ্বুদ্ধ করা হয় ।

- পরিবারভিত্তিক ঋণ কার্যক্রমের আওতায় একই পরিবারের অথবা নিকট আত্মীয় বা প্রতিবেশী পরিবারের পরস্পরের প্রতি আস্থাভাজনদের নিয়ে ৫ সদস্যের গ্রুপ গঠন করা হয় ।
- একই গ্রামের স্থায়ী নিবাসী এরূপ ৮ থেকে ১০টি গ্রুপ নিয়ে একটি কেন্দ্র গঠিত হয় ।
- কেন্দ্রের প্রত্যেক সদস্যকে ১ম, ২য়, ৩য়, দফায় যথাক্রমে সর্বোচ্চ ১২০০০/-, ১৬০০০/- ও ২০০০০/- টাকা হারে ঋণ প্রদান করা হয় ।
- অধিদপ্তরের কর্মচারীগণ গ্রাম পর্যায়ে ঋণ বিতরণ এবং কেন্দ্র থেকে ঋণের কিস্তি সংগ্রহ করে। সাপ্তাহিক কিস্তিতে ঋণের অর্থ আদায় করা হয়।
- ঋণ বিতরণ কালে ৫% সঞ্চয় আদায় করা হয়।
- ৫% সঞ্চয়ের অর্থ কার্যক্রমশেষে ফেরত দেয়া হয়।
- ১৪ দিন গ্রেস প্রিয়ড ২১ তম দিনে কিস্তি আদায় করা হয়।
- এ ঋণ প্রাপ্তির জন্য কোন প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হয় না । তবে মনোনীত সদস্যদের ৫দিনব্যাপী আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও ঋণ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির উপর গ্রাম পর্যায়ে কেন্দ্রভিত্তিক ওরিয়েন্টেশনের ব্যবস্থা করা হয় ।
- পরিবারভিত্তিক ঋণ কার্যক্রমের ক্রমপুঞ্জিত ঋণ আদায়ের হার ৯৭%।

গ) উদ্যোক্তা উন্নয়ন ঋণ কর্মসূচিঃ

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মপ্রচেষ্টায় আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত যুবদের মধ্যে হতে যোগ্যতাসম্পন্ন আত্মকর্মী বাছাই করে উদ্যোক্তা তৈরির লক্ষ্যে প্রাথমিকভাবে ৮টি বিভাগীয় জেলায় উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচি চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে । এ ঋণ কর্মসূচির আওতায় একজন উদ্যোক্তাকে ৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ২টি সমান কিস্তিতে ক্রস চেকের মাধ্যমে প্রদান করা হয়ে থাকে।

যুব উন্নয় অধিদপ্তর চাঁপুর জেলা কার্যালয়ের উদ্যোগে প্রতি বছর উদ্বুদ্ধকরণ ও সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক বিভিন্ন সেমিনার, কর্মশালা, সিম্পোজিয়াম ও যুব সমাবেশ এর মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি করে যুবদের ক্ষমতায়ন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণমূলক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সুযোগদানের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা ।

৪. বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণ সচেতনতাবৃদ্ধিমূলক কর্মসূচি;

এ কার্যক্রমের আওয়াতায় যুবদেরকে নিম্ন লিখিত বিষয়ে উপর উদ্বুদ্ধকরণ ও সচেতনতা বৃদ্ধি করা উদ্যোগ গ্রহণ হয়-
এইচআইভি/এইডস এবং এসটিডি প্রতিরোধ, প্রজনন স্বাস্থ্য শিক্ষা, মাদকের অপব্যবহার রোধ ও নেশা মুক্ত সমাজ গঠন, সামাজিক রীতি-নীতি, মূল্যবোধ, জেন্ডার ও উন্নয়ন, যৌতুক, সুশাসন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, পরিবেশ উন্নয়ন ও সংরক্ষণ, সিভিক এডুকেশন, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধ, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, পরিবার কল্যাণ, বাল্য বিবাহ/বহু বিবাহ, নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধ, নারী ক্ষমতায়ন, বৃক্ষ রোপন তথা সামাজিক বনায়ন, অধিকার/মানবাধিকার সম্পর্কে ধারণা দেয়া, সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মকান্ডে অংশ গ্রহণ, নারী নির্যাতন, পারিবারিক শিক্ষা ধরে রাখা ও নৈতিক শিক্ষা গ্রহণ, মানবিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ অক্ষুন্ন রাখা, বিভিন্ন সরকারী বেসরকারী র‍্যালী, গ্রুপ মিটিং, উঠান বৈঠকসহ অন্যান্য মাধ্যমে অংশ গ্রহণ বিষয়ে।

৫. সরকারী ও বেসরকারি পার্টনারশিপ (পি পি পি) কর্মসূচি;

এ কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথ উদ্যোগে দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ ও সমাজ সচেতনতামূলক কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা হয়েছে। প্রশিক্ষিত যুবদের অধিকহারে পুঁজি সরবরাহের লক্ষ্যে যেসব প্রতিষ্ঠানের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের মাধ্যমে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়/হয়েছে সেগুলি হচ্ছে-

সেভ দি চিলড্রেন-ইউএসএ, সডার্ণ হারবাল গ্রুপ, ব্রাক শিক্ষা কর্মসূচি, পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন, সোসাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (এসডিএফ), জনতা ব্যাংক, পরিবর্তন চাই, কর্মসংস্থান ব্যাংক প্রভৃতি।

অন্যান্য কার্যক্রমঃ

১. যুব সংগঠন তালিভুক্তিকরণ/নিবন্ধন;

যুবদের এ কর্মসূচীর আওতায় যুব সংগঠনসমূকে বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে সম্পৃক্তকরণের মূল দায়িত্ব যুব উন্নয়ন অধিপ্তর পালন করে থাকে। যুব সংগঠনসমূহকে দেশের উন্নয়ন কর্মকান্ডে আরো সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করানোর লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, চাঁদপুর জেলার কার্যালয় কর্তৃক এদের তালিকাভূক্তির কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে;

তালিকাভুক্তকরণের নিয়ামাবলীঃ

১. আগ্রাহী স্বেচ্ছাসেবী যুব/যুবনারী সংগঠনমূহকে নিজস্ব প্যাডে উপ-পরিচালক/উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার বরাবরে তালিকাভূক্তির আবেদন করে তালিকাভূক্তির ফরম সংগ্রাহ করবেন।
২. ফরম যথাযথভাবে পুরন পূর্বক নিম্নোক্ত কাগজপত্রাদিসহ স্ব-স্ব উপজেলা কার্যালয়ের উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার বরাবরে জমা করবেন-
ক. গঠনতন্ত্র অনুমোদনকারী সভার রেজুলেশন এর অনুলিপি ৩ কপি (মোট সদস্য সংখ্যার উলেখ করতঃ কতজন সদস্য/সদস্যা দ্বারা গঠনতন্ত্র অনুমোদন হইয়াছে রেজুলেশনে তাহার সুস্পষ্ট উল্লেখ থাকিতে হইবে। উল্লখ্য যে মোট সংখ্যার ৪/৩ বা ৩/২ অংশ দ্বারা অবশ্যই গঠনতন্ত্র অনুমোদিত হইতে হইবে)
খ. নাম পেশা স্বাক্ষর ও ঠিকানাসহ সাধারন সদস্য/সদস্যাদের এবং কার্যকরী পরিষদ সদস্যদের নামের তালিকা ---৩ কপি
গ. সাধারন সদস্য/সদস্যাদের অতীত সমাজ সেবামূলক কাজের বিবরণ (যদি থাকে) --- ৩ কপি
ঘ. প্রতিষ্ঠানে জায়গা ও অফিস সংক্রান্ত দলিলপত্রাদি --- ৩কপি
ঙ. গঠনতন্ত্র --- ৩ কপি

২. ইনটিগ্রেটে ম্যানেজমেন্ট অব রিসোর্সেস ফর পভারটি এলিভিয়েশন থ্রু কম্পিহেনসিভ টেকনোলজি (ইমপ্যাক্ট);

গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি পালন বিষয়ে আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রকল্প গ্রহণকারীদের প্রকল্পের উচ্ছিষ্ট ব্যবহারের মাধ্যমে গ্রাম পর্যায়ে বয়োগগ্যাস উৎপাদন করে জ্বালানি চাহিদা পূরণ করা এ প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য। বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপনের ফলে স্থায়ীভাবে পরিবেশের উন্নয়ন ঘটবে। পরিবেশ বান্ধব এ প্রকল্পের কার্যক্রম চাঁদপুর জেলাধীন হাজীগঞ্জ উপজেলায় বাস্থবায়াধীন রয়েছে।

৩. যুব সংগঠন অনুদান প্রদান;

এ কর্মসূচীর আওতায় যুব সংগঠনসমূকে বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে সম্পৃক্তকরণের মূল দায়িত্ব যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর পালন করে থাকে। যুব সংগঠনসমূহকে দেশের উন্নয়ন কর্মকান্ডে আরো সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করানোর লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, চাঁদপুর জেলার কার্যালয় কর্তৃক এদের তালিকাভূক্তির কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। যুব সংগঠনসমূহকে কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদানের নিমিত্তে ১৯৮৫ সালে যুব কল্যাণ তহবিল গঠন করা হয়। যুব কল্যাণ তহবিল গঠনের পর থেকে অদ্যাবধি যে সমস্ত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন যুব কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে তাদেরকে এ কাজে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে দুই ধরনের অনুদান প্রদান করা হয়। যেমন:- যুব কল্যাণ তহবিল (যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সরাসরি ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত), অনুন্নয়ন খাত (অধিদপ্তরের ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত)। চাঁদপুরের বহু যুব সংগঠনসমূহকে এ কর্মসূচির আওতায় অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

৪. জাতীয় যুবদিবস পালন;

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রতি বছরের ১ নভেম্বর জাতীয় যুবদিবস উদ্যাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে করেছেন, সে অনুযায়ী, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর চাঁপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক অত্যন্ত ঝাক-জমকপূর্ণ ভাবে এ দিবসটি পালন করে আসছে। যে সকল প্রশিক্ষিত যুবক ও যুবনারী আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্প স্থাপনে দৃষ্টান্তমূলক অবধান রাখতে সক্ষম হয়েছে তাদেরকে জাতীয় যুবদিবসে জাতীয় যুব পুরস্কার প্রদান করা হয়। তাছাড়া জেলা পর্যায়ে কর্মরত যুব কর্মীদেরকেও কাজের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য সফল যুব কর্মী হিসেবে সনদপত্র প্রদান করা হয়।

৫. আন্তর্জাতিক যুবদিবস পালন;

পতুগালের লিসবনে ১৯৯৮ সালের ৮-১২ আগষ্ট অনুষ্টিত বিশ্ব যুব মন্ত্রীদের কনফারেন্সে ১২ আগষ্টকে আন্তর্জাতিক যুবদিবস ঘোষনা করার জন্য জাতিসংঘরে নিকট সুপারিশ করা হয়। লিসবন কনফারেন্সের সুপারিশের প্রেক্ষিতে জাতিসংঘ সাধারন পরিষদ ৫৪/১২০ নং রেজ্যুলিউশনের মাধ্যমে ১২ আগষ্টকে ''আন্তর্জাতিক যুবদিবস'' হিসেবে ঘোষনা করে এবং যথাযোগ্য মর্যাদায় দিবসটি পালনের জন্য সকল সদস্য রাষ্ট্রকে অনুরোধ জানায়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার প্রতি বছর যথাযোগ্য মর্যাদায় দিবসটি পালন করে থাকে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্ত চাঁদপুর এ দিবসে বিষেশ কর্মসূচী গ্রহণ করে দিবসটি উৎযাপন করে আসছে।

৬. জাতীয় যুব পুরস্কার (আত্মকর্মসংস্থানের সফলতার স্বীকৃতি স্বরূপ পুরস্কার) প্রদান;

প্রতিবছর ১ নভেম্বর তারিখে জাতীয় যুবদিবস পালিত হয়ে থাকে। যে সকল প্রশিক্ষিত যুবক ও যুবমহিলা আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রকল্প স্থাপনে এবং যে সকল যুবসংগঠক সমাজ উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে দৃষ্টান্তমূলক অবদান রাখতে সক্ষম হয় তাদের মধ্য হতে বাছাই করে প্রতিবছর যুবদিবসে জাতীয় যুব পুরস্কার প্রদান করা হয়ে থাকে।

তাছাড়া জেলা পর্যায়েও সফল আত্মকর্মীকে সফলতার স্বীকৃতি স্বরুপ ক্যাস্টে ও সনদপত্র এবং যুব উন্নয়নে কর্মরত যুব কর্মীদেরকে কাজের ক্ষেত্রে বিশষ অবদানের জন্য সফল যুব কর্মী হিসেবে সনদপত্র প্রদান করা হয়।

৭. কমনওয়েলথ যুব পুরস্কারঃ

কমনওয়েলথ ইয়ুথ প্রোগ্রাম, এশিয়া সেন্টার এশীয় অঞ্চলের কমনওয়েলথভূক্ত দেশসমূহে যুব কার্যক্রম বাস্তবায়নে সম্পৃক্ত সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তা এবং যুবসংগঠনের সমাজ উন্নয়নমূলক কাজের স্বীকৃতি হিসেবে প্রতি বছর বিভিন্ন শিরোনামে কমনওয়েলথ পুরস্কার প্রদান করে থাকে। বাংলাদেশে যুব কার্যক্রমের মাধ্যমে সমাজ উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের জন্য এ পর্যন্ত ৭ (সাত) জন সফল যুবসংগঠক কমনওয়েলথ এ্যাওয়ার্ড ফর এক্সিলেন্স, ইয়ুথ ওয়ার্ক এ্যাওয়ার্ড, ৮ (আট) জন কমনওয়েলথ ইয়ুথ সার্ভিস এ্যাওয়ার্ড, ১ (এক) জন সফল আত্মকর্মী প্যান কমনওয়েলথ ইয়ুথ সার্ভিস এ্যাওয়ার্ড এবং ৩ (তিন) জন সফল যুবসংগঠক কমনওয়েলথ ইয়ুথ সিলভার এ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন।

৮. সার্ক ইয়ুথ এ্যাওয়ার্ডঃ

সার্ক ইয়ুথ এ্যাওয়ার্ড স্কিম ১৯৯৭ সাল থেকে চালু করা হয়েছে। সার্ক অঞ্চলের দেশসমূহের মধ্যে যুব কার্যক্রমকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে প্রতি বছর সার্ক সচিবালয় থেকে সমাজ উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে অসাধারণ কৃতিত্বের জন্য সার্ক ইয়ুথ এ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। এ পর্যন্ত বাংলাদেশের ২ (দুই) জন সফল যুবসংগঠক সমাজ উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের জন্য সার্ক ইয়ুথ এ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন।

৯. সেমিনার, কর্মশালা, সিম্পোজিয়াম ও যুব সমাবেশঃ

সেমিনারঃ জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন দিবস ও উপলক্ষ্যে যুব বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এই সেমিনার জেলা পর্যায়ে উপ-পরিচালকের তত্ত্বাবধানে এবং উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত হয়।

কর্মশালাঃ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন বিষয়ে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় । জেলার তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত উপ-পরিচালকের ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন যুব সংগঠনকে সম্পৃক্ত করে এসব কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন দিবসে যুব সংগঠনের প্রতিনিধি ও প্রশিক্ষিত যুবক ও যুবনারীদেরকে নিয়ে যুব সবাবেশের আয়োজন করে বিভিন্ন দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়।

১০. ক্রীড়া, সংস্কৃতিক কার্যক্রমঃ

যুবদের মনন, প্রতিভা ও সৃষ্টিশীলতা লালন ও উন্নয়নের জন্য জেলা ও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে বিভিন্ন ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড অনুষ্ঠিত হচ্ছে। প্রতিটি জেলায় প্রতি বৎসর একটি ক্রীড়া ও সংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা/অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত করার ব্যবস্থা রয়েছে । স্থানীয় যুব সমাজ ও যুব সংগঠনকে সম্পৃক্ত করে জেলার তত্ত্বাবধানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের স্থানীয় কর্মকর্তার ব্যবস্থাপনায় কর্মসূচীগুলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

উপসংহারঃ

যুবসমাজ দেশের জনশক্তির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মূল চালিকা শক্তি বাংলাদেশের ন্যায় উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রে যুবশক্তিকে দেশের সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সম্পৃক্ত করার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । যুবদের রয়েছে অপুরন্ত প্রানশক্তি , সৃজনশীল কর্মক্ষমতা, ক্লান্তহীন উৎসাহ, ঝগের ন্যায় গতিবগে অদম্য কর্মস্পৃহা ও কর্মোদ্দীপনা। জাতীয় উন্নতি অনাকাংশে যুবসমাজের সঠিক ব্যবহারের উপর নির্ভরশীল। যুব সমাজকে কাজে লাগিয়ে ২০৩০ সালের মধ্যে জাতিসংঘ ঘোষিত এসডিজি বাস্তবায়ন, সর্বোপরি ২০৪১ সালের মধ্যে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার কাজে লাগানোর কোন বিকল্প নেই । সে লক্ষ্যে অধিদপ্তরের কার্যক্রম তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত আরো বিস্তৃত করে দেশে এবং বিদেশে যুবদের অধিকহারে কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মস্ংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে যুব খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা প্রয়েজন। যুবদের ক্রমাগত শহরমুখি প্রবণতা রোধকল্পে যুবদেরকে স্বীয় অবস্থানে রেখে বিভিন্ন উৎপাদনমুখি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তুলতে সরকার বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করেছে। কর্মমুখী ও উৎপাদনমুখি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে কর্মপ্রত্যাশী যুবসমাজ একদিকে যেমন নিজেদের জন্য কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে, অন্যদিকে জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখতেও সক্ষম হবে।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, চাঁদপুর জেলার, যুব কার্যক্রম এর তথ্য-নির্দেশিকা? ব্রোশিয়ার তৈরি:

মূলভাবনা ও পরিকল্পানায়	:	নূর মোহাম্মদ উপ-পরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, চাঁদপুর।
তথ্য সংকলন ও সংযোজনায়	:	মোহাম্মদ আহসান উদ্দিদন সরকার তথ্য কর্মকর্তা জেলা কার্যালয়, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, চাঁদপুর।
সহযোগিতায়	:	? বি ?? সহিদুল ইসলাম ডাটা এন্ট্রি অপারেটর, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, চাঁদপুর।

কর্মই জীবন

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, চাঁদপুর,
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।